কুষ্টিয়ায় কপোতাক্ষ এক্সপ্রেসের নিচে কাটা পড়ে অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু

কুষ্টিয়া-মেহেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের মিরপুর বিজিবি কুষ্টিয়া সেক্টরের রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের অদূরে কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর (প্রায় ৫০) মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) সকাল আনুমানিক ১০টা ৪০ মিনিটে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, খুলনা থেকে রাজশাহীগামী আন্তঃনগর কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস মিরপুর বিজিবি কুষ্টিয়া সেক্টরের রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের দক্ষিণ পাশের আপ লাইনে পৌঁছালে অজ্ঞাত ওই নারী ট্রেনের নিচে চলে যান। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে মিরপুর থানা পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত নারীর পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তার পরিচয় শনাক্তে পুলিশ কাজ করছে।

পুলিশ জানায়, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করতে ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। পরিচয় শনাক্তের পর মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

স্থানীয়রা জানান, ট্রেন চলাচলের সময় রেললাইন পারাপারে অসতর্কতা রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ৯ বোতল

মদসহ গ্রেপ্তার ১

কুষ্টিয়ার মিরপুরে অভিনব কৌশলে লুকিয়ে রাখা দেশি-বিদেশি মদ উদ্ধার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে মাদক ব্যবসার অভিযোগে লিংকন (৩২) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনাটি উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের ঢেপাহাটি গ্রামে।

রোববার (২৭ জুলাই) বিকেল আনুমানিক ৩টার দিকে মিরপুর সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মাহমুদুল হক মজুমদারের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশেষ অভিযানে মিরপুর থানা পুলিশ লিংকনকে গ্রেপ্তার করে। তিনি ঢেপাহাটি গ্রামের মৃত কুদ্দুসের ছেলে এবং পেশায় একজন সাউন্ড বক্স মেকানিক।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লিংকনের বাড়ি ঘেরাও করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির একপর্যায়ে বাড়িতে জ্বালানি হিসেবে রাখা বাঁশের পাতার স্তূপের ভেতর বিশেষভাবে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় কেরু অ্যান্ড কোম্পানির রপ্তানিযোগ্য ৬ বোতল দেশি মদ এবং বিদেশি কোম্পানির ৩ বোতল মদ উদ্ধার করা হয়। পরে ঘটনাস্থল থেকেই লিংকনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ বিষয়ে মিরপুর সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মাহমুদুল হক মজুমদার জানান, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীম উদ্দীনের সার্বিক নির্দেশনায় মিরপুর সার্কেল এলাকায় নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লিংকনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মোট ৯ বোতল দেশি-বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে লিংকন স্বীকার করেছেন যে, তিনি দীর্ঘ তিন বছর ধরে গোপনে মদ বিক্রির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ ঘটনায় মিরপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মাদক নির্মূলে মিরপুর ও ইবি থানা এলাকায় পুলিশের বিশেষ অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ছেলের হাতে বাবা খুন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ছেলের টর্চলাইটের আঘাতে বানেজ উদ্দিন চৌকিদার (৪৮) নামে এক গ্রাম পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। রোববার (২৬ জুলাই) রাত পৌনে ৯টার দিকে উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চরপাড়া সীমান্ত এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত বানেজ উদ্দিন চৌকিদার একই এলাকার মৃত আমির চৌকিদারের ছেলে। অভিযুক্ত ছেলে রাজিব (২৫) ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি বানেজ উদ্দিন চৌকিদার তার পালন করা একটি মহিষ বিক্রি করেন। মহিষ বিক্রির টাকা ছেলে রাজিব দাবি করলে বানেজ উদ্দিন তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। এ নিয়ে বাবা-ছেলের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে রাজিব তার হাতে থাকা একটি টর্চলাইট দিয়ে বানেজ উদ্দিন চৌকিদারের মাথায় আঘাত করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত রাজিব পালিয়ে যান।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদুর রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে থানার হেফাজতে নিয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও

বৃক্ষমেলার উদ্বোধন

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি লাগানো গাছের নিয়মিত পরিচর্যার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. তৌহিদ বিন-হাসান।

তিনি বলেন, “গাছ শুধু লাগালেই হবে না, তার পরিচর্যাও নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি ভালো কাজেই চ্যালেঞ্জ থাকে। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পরিবেশ রক্ষা এবং সুস্থ ভবিষ্যৎ গড়তে বেশি বেশি গাছ লাগানোর কোনো বিকল্প নেই।”

সোমবার (২৭ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০টায় ‘বৃক্ষরোপণে সাজাই দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত ‘বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০২৬’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, “ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ আমাদের পরিবেশের পাশাপাশি মানুষের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুদের ছোটবেলা থেকেই গাছের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে, কারণ তারাই আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ে তুলবে।”

জেলা প্রশাসক আরও বলেন, “একটি গাছ শুধু অক্সিজেনই দেয় না; এটি পরিবেশ রক্ষা, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, মাটির ক্ষয়রোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই প্রত্যেকে অন্তত একটি করে গাছ লাগানোর পাশাপাশি সেটিকে বড় করে তোলার দায়িত্বও নিতে হবে।”

উদ্বোধনের আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বেলুন উড়িয়ে একটি বর্ণাঢ্য র্যালির সূচনা করা হয়। র্যালিটি কালেক্টরেট চত্বর প্রদক্ষিণ করে মেলা প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসক মো. তৌহিদ বিন-হাসান ফিতা কেটে সাত দিনব্যাপী বৃক্ষমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও সামাজিক বন বিভাগের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক

(সার্বিক) জাকির হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. শওকত হোসেন ভূঁইয়া এবং কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কুতুব উদ্দিন আহমেদ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কুষ্টিয়া বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. রেজাউল আলম। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন নার্সারি মালিক রুহুল আমিন, ছাত্র প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

মেলায় ৩০টি স্টলে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ, ঔষধি ও শোভাবর্ধনকারী গাছের চারা প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে অতিথিবৃন্দ বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন এবং নার্সারি মালিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

আয়োজকরা জানান, বৃক্ষরোপণে সাধারণ মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় জনগণকে সম্পৃক্ত করাই এ বৃক্ষমেলার মূল উদ্দেশ্য।

কুষ্টিয়ায় পার্কের পুকুরে ডুবে কলেজ ছাত্রের মৃত্যু

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের পুকুরে বন্ধুদের সঙ্গে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হওয়ার প্রায় দেড় ঘণ্টা পর কাওসার
(২৫) নামের এক কলেজছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের রসায়ন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। শনিবার দুপুরে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত কাওসার পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার ইসলামপাড়া এলাকার আফসার উদ্দিনের ছেলে। তিনি পরিবারের সাথে কুষ্টিয়া শহরের উদিবাড়ি এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দুপুরে কাওসার ও তার বন্ধুরা মিলে ডিসি পার্কের পুকুরে গোসল করতে নামেন। সাঁতার কেটে পুকুরের মাঝখানে পৌঁছানোর পর হঠাৎ তলিয়ে যেতে থাকেন তিনি।

কাওসারের বন্ধু শাওন জানান, সাঁতার কেটে পুকুরের ওপারে চলে যাওয়ার পর তিনি কাওসারকে বাঁচানোর জন্য চিৎকার করতে শোনেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করলেও গভীর পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় ব্যর্থ হন। এরপর স্থানীয় প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসের একটি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দেড় ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে ওই শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করে।

কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মো. ওয়াদুদ হোসেন জানান, দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু করা হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ইকবাল হোসেন জানান, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই কাওসারের মৃত্যু হয়েছিল।

কুষ্টিয়া কোর্টস্টেশনে ট্রেনে দুই যাত্রীকে ছুরিকাঘাত

কুষ্টিয়ার কোর্টস্টেশনে ঢাকা থেকে খুলনাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনে দুই যাত্রীকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে ট্রেনের এক কর্মচারীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ স্বজন ও স্থানীয়রা প্রায় দেড় ঘণ্টা ট্রেন আটকে রেখে বিক্ষোভ করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ট্রেনের লোকোমাস্টার ও ট্রাভেলিং টিকিট পরীক্ষক (টিটিই) ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন বলে জানা গেছে।

শনিবার (২৫ জুলাই) দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটের দিকে কুষ্টিয়া কোর্ট রেলস্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার বাসিন্দা শফিউল্লাহ ও আব্দুর রহিম। আহত দুজনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. ইকবাল হাসান জানান, আহতদের শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে তারা বর্তমানে শঙ্কামুক্ত আছেন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সহযাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেসের ‘খ’ বগিতে ওঠাকে কেন্দ্র করে ট্রেনের এক গার্ডের সঙ্গে দুই যাত্রীর বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে তা তীব্র আকার ধারণ করলে ওই কর্মচারী ধারালো অস্ত্র (ছুরি)দিয়ে দুই যাত্রীর ওপর হামলা চালিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

ঘটনার পর ট্রেনের ভেতরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সহযাত্রী ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠান। এদিকে ছুরিকাঘাতের খবর ছড়িয়ে পড়লে আহতদের স্বজন ও স্থানীয়রা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা ট্রেনটি কোর্ট স্টেশনে আটকে রেখে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে সুন্দরবন এক্সপ্রেস প্রায় দেড় ঘণ্টা স্টেশনে আটকে থাকে এবং নারী, শিশু ও বয়স্ক যাত্রীসহ হাজারো যাত্রী দুর্ভোগে পড়েন।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ট্রেনের লোকোমাস্টার ও টিটিই সেখান থেকে সরে যান বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হারুন অর রশিদ এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) প্রণব কুমার সরকার। প্রশাসনের কর্মকর্তারা স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

সালমান নামের খুলনার এক যাত্রী বলেন, রেলপথে যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা আর না ঘটে।

কুষ্টিয়া কোর্ট রেলস্টেশনের ইনচার্জ ইতি খাতুন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “অফিসে থাকা অবস্থায় হট্টগোলের শব্দ শুনে বাইরে এসে জানতে পারি, ট্রেনের এক কর্মচারীর হামলায় দুই যাত্রী আহত হয়েছেন। পরে তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।”

ইউএনও হারুন অর রশিদ বলেন, “প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে সুন্দরবন এক্সপ্রেস খুলনার উদ্দেশে ছেড়ে যায়। আহতরা থানায় লিখিত অভিযোগ দিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

এ ঘটনায় ট্রেনযাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। যাত্রীরা ট্রেনে নিরাপত্তা জোরদার, দায়ীদের দ্রুত শনাক্ত এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে বিএসএফের পুশইন চেষ্টা, ফেরত পাঠালো বিজিবি

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) আটজনকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করেছে। তবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি-৪৭) ব্যাটালিয়নের সদস্যরা তা প্রতিহত করে ফেরত পাঠিয়েছেন।

শুক্রবার (২৪ জুলাই) ভোর ৫টা ১০ মিনিটের দিকে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধীনস্থ জয়পুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ১৫২/১-এস-সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, শুক্রবার ভোর ৫টা ১০ মিনিটের দিকে বিজিবির কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)-এর অধীনস্থ জয়পুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ১৫২/১-এস-সংলগ্ন এলাকা দিয়ে ১৪৬ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ব্যাটালিয়নের চর মেঘনা ক্যাম্পের সদস্যরা আটজনকে নদীপথে সাঁতার কেটে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে। এদের মধ্যে দুইজন পুরুষ, চারজন মহিলা ও দুইজন ট্রান্সজেন্ডার রয়েছে।

অধিনায়ক বলেন, বিজিবির টহলদল বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করে

এবং ওই ব্যক্তিদের বাংলাদেশে প্রবেশে বাধা দেয়। পরবর্তীতে বিজিবির দৃঢ় অবস্থানের মুখে তারা নদীপথেই পুনরায় ভারতের অভ্যন্তরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ফলে অবৈধ পুশইনের প্রচেষ্টা সফলভাবে প্রতিহত করা হয়।

বিজিবির এই কর্মকর্তা বলেন, সীমান্তে যে কোনো ধরনের অনুপ্রবেশ এবং সীমান্ত আইন লঙ্ঘনের প্রচেষ্টা প্রতিরোধে বিজিবি সর্বদা সতর্ক ও প্রস্তুত রয়েছে। সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সীমান্ত এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিজিবি পেশাদারিত্ব, সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

দৌলতপুরের ব্যাংগাড়ি-ধর্মদহ সড়কে চা বিক্রেতার মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে সামিরুল শাহ (৬০) নামের এক চা দোকানির রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২৪ জুলাই) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার ব্যাংগাড়ি-ধর্মদহ সড়কের পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত সামিরুল শাহ দৌলতপুর উপজেলার তেকালা পশ্চিমপাড়ার মৃত বিছার উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে ওই সড়কের পাশে একটি মাচাংয়ের ওপর নিহতের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে তারা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। নিহতের শরীর ও মুখে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান জানান, পুরো বিষয়টি গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং রহস্য উদঘাটনে পুলিশ কাজ করছে।

কুষ্টিয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস পুকুরে, আহত ২৫

কুষ্টিয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস সড়কের পাশের পুকুরে উল্টে পড়ে অন্তত ২৫ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার (১৮ জুলাই) বিকেলে কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক সড়কের কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পাটিকাবাড়ী ইউনিয়নের পান্তাপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদ রানা।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা থেকে কুষ্টিয়াগামী ‘আল্লাহ দান’ নামের একটি যাত্রীবাহী বাস পান্তাপাড়া এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। একপর্যায়ে বাসটি সড়কের পাশের একটি পুকুরে উল্টে পড়ে। এতে বাসে থাকা অন্তত ২৫ জন যাত্রী আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন, পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠায়। পরে আহতদের মধ্যে পাঁচজনের শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানার ওসি মাসুদ রানা বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় উদ্ধারকাজ পরিচালনা করে। দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি উদ্ধারের জন্য ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়েছে।”

দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে কাজ করছে পুলিশ। একই সঙ্গে দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি উদ্ধার এবং যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কুষ্টিয়ার খোকসায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুজনকে কুপিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ফারুক হোসেন (৪০) এবং আব্দুল শেখ (২৫) নামে দুজনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

শুক্রবার দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে উপজেলার ওসমানপুর ইউনিয়নের দেবীনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ফারুক হোসেন উপজেলার দেবীনগর গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে এবং আব্দুল শেখ একই ইউনিয়নের খানপুর গ্রামের আতিয়ার শেখের ছেলে।

পুলিশ জানায়, স্থানীয় ছালিম হোসেন ও মিন্টু চৌকিদার গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিরোধ চলছিল। এরই জেরে এ হামলা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত দুজনই ছালিম হোসেন গ্রুপের সমর্থক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলে দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে রাতে বিরোধের জের ধরে মিন্টু চৌকিদারের সমর্থকেরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ছালিম হোসেনের বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালায়।

এ সময় সেখানে থাকা ছালিম হোসেনের সমর্থক ফারুক হোসেন, আব্দুল শেখ ও মুল্লুক মণ্ডলকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করা হয়। গুরুতর আঘাতে ঘটনাস্থলেই ফারুক হোসেন ও আব্দুল শেখ মারা যান।

আহত মুল্লুক মণ্ডলকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোল্লা জাকির হোসেন বলেন, ‘স্থানীয় মিন্টু চৌকিদার ও ছালিম হোসেন গ্রুপের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [